রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, জুন ২৯, ২০১০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

(শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর)

তারিখ, ১৫ আষাঢ়, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ/২৯ জুন, ২০১০ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ২৩৮-আইন/২০১০/২৩১৭/শুল্ক।—সরকার Customs Act, 1969 (Act IV of 1969) এর Section 19(1) এবং মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২২ নং আইন) এর ধারা ১৪(১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সহিত পরামর্শক্রমে ও জনস্বার্থে, Members of Parliament (Remuneration and Allowances) Order, 1973 (P.O. No. 28 of 1973) এর Article 3C এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ৭ বৈশাখ, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ২০ এপ্রিল, ২০১০ খ্রিঃ এর প্রজ্ঞাপন এস, আর, ও নং ১১৫-আইন/২০১০/২২৮৩/শুল্ক রহিতক্রমে, জাতীয় সংসদের কোন সদস্য কর্তৃক মোটরকার, জীপ বা মাইক্রোবাস, অতঃপর গাড়ী বলিয়া উল্লিখিত, আমদানির ক্ষেত্রে উহার উপর আরোপণীয় সমুদয় customs duty, মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, সম্পূরক শুল্ক হইতে, অতঃপর শুল্ক বলিয়া উল্লিখিত, নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে, অব্যাহতি প্রদান করিল, যথা ঃ—

শর্ত

(১) কোন ব্যক্তি সংসদ-সদস্য হিসাবে শপথ গ্রহণ করিবার পর, দফা (২) এ বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে, শুল্কমুক্তভাবে অনধিক ১৬৫০ সিসি পেট্রোল বা গ্যাসোলিন জ্বালানী অপসারণক্ষম ইঞ্জিন শক্তিসম্পন্ন একটি মোটরকার, অথবা অনধিক ১৮০০ সিসি

ডিজেল জ্বালানী অপসারণক্ষম ইঞ্জিন শক্তিসম্পন্ন একটি মোটরকার, অথবা অনধিক ২০০০ সিসি জ্বালানী অপসারণক্ষম ইঞ্জিন শক্তিসম্পন্ন একটি হাইব্রিড মোটরকার, অথবা অনধিক ২০০০ সিসি জ্বালানী অপসারণক্ষম ইঞ্জিন শক্তিসম্পন্ন একটি মাইক্রোবাস, অথবা অনধিক ৩০০০ সিসি পেট্রোল বা গ্যাসোলিন জ্বালানী অপসারণক্ষম ইঞ্জিন শক্তিসম্পন্ন একটি জীপ, অথবা অনধিক ৪৫০০ সিসি ডিজেল জ্বালানী অপসারণক্ষম ইঞ্জিন শক্তিসম্পন্ন একটি জীপ আমদানি করিতে পারিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সংসদের মেয়াদ দুই বৎসরের কম থাকাকালীন নির্বাচিত (যেমন—উপ-নির্বাচন বা মামলার সিদ্ধান্তের ফলে) সংসদ-সদস্যের ক্ষেত্রে এই সুবিধা প্রযোজ্য হইবে না।

(২) কোন ব্যক্তি সংসদ-সদস্য হিসাবে একাধিকবার নির্বাচিত হইবার ক্ষেত্রে, একবার গাড়ী ক্রয় কবিরার পর পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইলেই কেবল তিনি সংসদ-সদস্য থাকাকালীন শুল্কমুক্তভাবে পরবর্তী গাড়ী আমদানি করিতে পারিবেন।

(৩) এই প্রজ্ঞাপনের আওতায় কোন বিলাসবহুল গাড়ী, যেমন—লেক্সাস, মার্সিডিস বেঞ্জ, হামার, বিএমডব্লিউ, পোর্সে, ফেরারী, ক্যাডিলাক, রোলস্ রয়েস, জাগুয়ার, করভেট, অডি, রেঞ্জ রোভার, ভলভো ইত্যাদি শুল্কমুক্ত সুবিধায় আমদানি করা যাইবে না।

(৪) এই প্রজ্ঞাপনের অধীন শুল্কমুক্ত গাড়ী আমদানির সুবিধা লাভের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সংসদ-সদস্যকে স্পীকার এর নিকট হইতে এই মর্মে একটি প্রত্যয়নপত্র গ্রহণ করিতে হইবে যে, জাতীয় সংসদের সদস্য পদ সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদনের স্বার্থে উক্ত সংসদ-সদস্যের এইরূপ গাড়ীর প্রয়োজন আছে।

(৫) দফা (৪) এ উল্লিখিত স্পীকার কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্রটি আমদানিকৃত গাড়ী খালাসের জন্য সংশ্লিষ্ট শুল্ক ভবনে দাখিল করিতে হইবে।

(৬) সংসদ-সদস্য কর্তৃক আমদানিকৃত গাড়ীর নম্বর প্লেটে সংসদ-সদস্য থাকাকালীন জেলা, পদবী ও নির্বাচনী এলাকার নম্বর আবশ্যিকভাবে উল্লেখ থাকিতে হইবে।

(৭) আমদানিকৃত গাড়ী আমদানির পরবর্তী পাঁচ বৎসরের মধ্যে অন্যত্র হস্তান্তর বা বিক্রয় করা যাইবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, গাড়ী আমদানির পর পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইবার পূর্বে উক্ত গাড়ী হস্তান্তর বা বিক্রয় করিতে হইলে উহা হস্তান্তর বা বিক্রয়ের পূর্বে এই প্রজ্ঞাপনের অধীন অব্যাহতিপ্রাপ্ত সমুদয় শুল্ক সংশ্লিষ্ট কাস্টমস্ কমিশনার এর নিকট পরিশোধ করিতে হইবে।

(৮) গাড়ীর রেজিস্ট্রেশন হস্তান্তর বা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে, স্পীকার এর নিকট হইতে পূর্বসম্মতি গ্রহণপূর্বক উহা সংশ্লিষ্ট শুল্ক ভবনে দাখিল করিতে হইবে।

(৯) কোন সংসদ-সদস্য গাড়ী আমদানির তারিখের পরবর্তী পাঁচ বৎসরের মধ্যে মৃত্যুবরণ করিলে তাঁহার উত্তরাধিকারীগণকে কোনরূপ শুল্ককর পরিশোধ করিতে হইবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত আমদানিকৃত গাড়ী সংসদ সদস্যের উত্তরাধিকারীগণের নামে নাম পরিবর্তন ব্যতীত অন্য কাহারো নামে হস্তান্তর বা বিক্রয় করিতে হইলে এই প্রজ্ঞাপনের অধীন অব্যাহতিপ্রাপ্ত সমুদয় শুল্ক উক্ত গাড়ী হস্তান্তর বা বিক্রয়ের পূর্বে সংশ্লিষ্ট কাস্টমস্ কমিশনার এর নিকট পরিশোধ করিতে হইবে।

(১০) কোন সংসদ-সদস্য কর্তৃক দেশে অনুমোদিত গাড়ী সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠানে সংযোজিত জীপ ক্রয় করিবার ক্ষেত্রে, সম্পূর্ণ বিযুক্ত অবস্থায় আমদানিকৃত জীপের উপর প্রযোজ্য শুল্ক হইতে উক্ত সংসদ-সদস্য অব্যাহতি পাইবেন এবং এইক্ষেত্রে "জীপক্রয়" শব্দগুলি এই প্রজ্ঞাপনের প্রস্তাবনায় উল্লিখিত "আমদানি" বলিয়া গণ্য হইবে।

(১১) দফা (১০) এ উল্লিখিত—

(ক) জীপ ক্রয়ের পরবর্তী পাঁচ বৎসরের মধ্যে উহা অন্যত্র হস্তান্তর বা বিক্রয় করা যাইবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, জীপ ক্রয়ের পর পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইবার পূর্বে উক্ত জীপ হস্তান্তর বা বিক্রয় করিতে হইলে উহা হস্তান্তর বা বিক্রয়ের পূর্বে এই প্রজ্ঞাপনের অধীন অব্যাহতিপ্রাপ্ত সমুদয় শুল্ক সংশ্লিষ্ট কাস্টমস্ কমিশনার এর নিকট পরিশোধ করিতে হইবে;

(খ) জীপের রেজিস্ট্রেশন হস্তান্তর বা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে, স্পীকার এর নিকট হইতে পূর্বসম্মতি গ্রহণপূর্বক উহা সংশ্লিষ্ট শুল্ক ভবনে দাখিল করিতে হইবে; এবং

(গ) জীপ ক্রয়ের তারিখের পরবর্তী পাঁচ বৎসরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সংসদ-সদস্য মৃত্যুবরণ করিলে তাঁহার উত্তরাধিকারীগণকে কোনরূপ শুল্ককর পরিশোধ করিতে হইবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ক্রয়কৃত জীপ সংসদ-সদস্যের উত্তরাধিকারীগণের নামে নাম পরিবর্তন ব্যতীত অন্য কাহারো নামে হস্তান্তর বা বিক্রয় করিতে হইলে এই প্রজ্ঞাপনের অধীন অব্যাহতিপ্রাপ্ত সমুদয় শুল্ক উক্ত জীপ হস্তান্তর বা বিক্রয়ের পূর্বে সংশ্লিষ্ট কাস্টমস্ কমিশনার এর নিকট পরিশোধ করিতে হইবে।

২। এই প্রজ্ঞাপন ৭ বৈশাখ, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ২০ এপ্রিল, ২০১০ খ্রিঃ তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

হুসেইন আহমেদ
অতিরিক্ত সচিব (পদাধিকারবলে)।